ভালোবাসার ধ্রুপদী আকাশ

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

জলছবি প্রকাশন

ভালোবাসার ধ্রুপদী আকাশ

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ
ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93262-6-7

প্রচ্ছদ
নবী হোসেন
মূল্য : ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Valobasar Dhrupodi AAkash by **H A Gulandaz Tara**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekusher Boimela, 2019.
Price Taka 200.00, US $ 6

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতা আবুল হাশেম গোলন্দাজ
ও
প্রয়াত অনুজ সুরুজ গোলন্দাজ
এবং
মমতাময়ী মাতা রাবেয়া গোলন্দাজ

সূচিপত্র

ভালোবাসার ধ্রুপদী আকাশ	৭	৩৬	কন্যার হাতে বেহেশতের সুখ
বেদনার নীল খাম	৮	৩৬	ভালোবাসার ফেরিওয়ালা
তারপরও ভালোবাসা বেঁচে থাক	৯	৩৭	ড্রেসিং টেবিল
একটুখানি স্পর্শ করো	১০	৩৮	পিকাসো হয়ে যাই অবলীলায়
গল্পটা অন্যরকম হতে পারতো	১১	৩৯	একাকীত্ব
প্রথম সুরের মধুর সারগাম	১২	৪০	নিশ্চিন্তে ঘুমায়
অপরিচিতা	১৩	৪১	সময়ের অভিযানে
আমি তার কিছুই জানি না	১৪	৪২	চোখ
ক্রোধ	১৫	৪৩	কলের পুতুল
অসমাপ্ত কথা	১৬	৪৪	মহাকাশে মহাপ্রলয়
ভালোবাসার রূপালী আকাশ	১৭	৪৫	অরুচি
ব্রহ্মপুত্রের জলে যৌবনের আগুন	১৮	৪৬	অভিমান
তুমি যদি একবার	১৯	৪৭	তোমার ভালোবাসা পেলে
তোমার হাত বাড়াও	২০	৪৮	আড্ডা
জীবনের খণ্ডচিত্র	২১	৪৯	ভুল পথ
নষ্টালজিক ভাবনা	২২	৫০	মন ভালো নেই
স্বপ্নের বাগানের শব্দরা	২৩	৫১	শূন্যতা
কষ্টের স্বাধীনতা	২৪	৫২	নীরব প্রস্থান
অবয়ব ব্যর্থতায় ঘুমের জবরদখল	২৫	৫৩	জেগে ওঠো বাংলাদেশ
যদি কোনকালে ফিরে আসি	২৫	৫৪	আমি চাই না
আজও আমি খুঁজে ফিরি	২৬	৫৫	সংগ্রামী পূর্বপুরুষের গর্বিত উত্তরসুরি
একটি বৃক্ষের জন্মকথা	২৭	৫৬	শব্দহীন দীর্ঘশ্বাস
আমি পাখি হয়ে যাই	২৮	৫৭	ফিরে এসো তুমি
দশ বছর কেটে গেলো	২৯	৫৮	আমার কবিতার শব্দরা
ছুটে যাই কবিতার ঘ্রাণে	৩০	৫৯	ভাষাহীন চোখ
অবকাশ যাপন	৩১	৬০	ঘুমভাঙানিয়া গান
বৃষ্টির ঘ্রাণ	৩২	৬১	নিঃসঙ্গ ভাবনা
নূপুরের শব্দের মতো	৩৩	৬২	সুনামি
আমিও গেরিলা ছিলাম	৩৪	৬২	অনুপম অনুভব
শূন্যে ঝুলে থাকা তৃপ্তির জল	৩৫	৬৩	আরও কিছুটা সময় বসো
স্বাধীনতা	৩৫	৬৪	এখনও গোলাপেরা ফোটে

ভালোবাসার ধ্রুপদী আকাশ

তোমাদের স্তুতিগানে থেমে যায় পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল, কাব্যময় হয়ে উঠে
আকাশ বাতাস কৃষকের দোআঁশ মাটি, তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই।

আমি সব কথা লিখে রেখে গেলাম মরা ব্রহ্মপুত্রের করুণ জলের কোমল বুকে,
হাঁসের তুলতুলে নরম পায়ে মাছরাঙ্গার বিষাদমাখা চোখে,
হাড্ডিসার মাঝির ভাঙা গালে আধভাঙা নৌকার বিমর্ষ গলুইয়ে,
লিখে রেখে গেলাম জয়নুল উদ্যানের সবুজ ঘাসের বুকে গাছের ডালে নাম না জানা পাখির সুরে,
ঘুরে বেড়ানো বালিকাবধূর লাল টুকটুকে গালে, স্কুল পালানো ছেলেদের গিটারের তারে বেসুরা গানে,
হিমু আড্ডার হলুদ চেয়ারে, চায়ের দোকানের আধভাঙা বেঞ্চিতে সুখজাগানিয়া ধূমায়িত চায়ের কাপে।

আরও লিখে রেখে গেলাম জন্মভূমি জন্মেজয়ের সুপুরি বাগানের ছায়ায় শীতল ঘরে, বাঁশের বেতায় বুনানো মায়ের স্নেহ মাখা হাতপাখায়,
পাশাপাশি শুয়ে থাকা বৃদ্ধ পিতা অবেলায় স্মৃতি হয়ে যাওয়া অনুজের কবরে জন্মানো ঘাসে,
লিখে রেখে গেলাম প্রিয়তমা কন্যার ঘুমভাঙা সকাল অভিমানী চোখের পরতে পরতে,
রূপালী ভালোবাসার আকাশ অনামিকার বুকের বিষাদে, আমার অসমাপ্ত কবিতার দীর্ঘশ্বাসে।

আমায় মনে পড়লে কোন কালে বাকী কথা পড়ে নিও ফেলে আসা
ভালোবাসার ধ্রুপদী আকাশে।

বেদনার নীল খাম

বিয়াল্লিশ বছর আগের বেদনার নীল খাম এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে!
শুকনো গোলাপ পাঁপড়ির বুকের বিষাদ,
বিষাদসিন্ধু হয়ে থাকুক, লেখা থাকুক শিরোনামহীন কাব্যগ্রন্থে।
পড়ে থাকুক ধূলিমাখা অবিন্যস্ত পাতার অন্তরালে।

জানি, এতদিনে সব জেনে গেছে ব্রহ্মপুত্র, জয়নুল উদ্যানের গাছপালা,
সবুজ ঘাসের ডগায় জড়িয়ে থাকা বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা,
জেনে গেছে নীলাভ আকাশ, নীলগিরির দূরন্ত পাহাড়,
হাসিমাখা চাঁদের আলো, সমুদ্রের বুকে জেগে উঠা ভোরের সূর্য।
আমায় দেখলেই ওদের হাসি মুখে একটা করুণ ভাব ফুটে উঠে,
বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আমার একাকী সময়।
শুধু কি ওরা!
পাতাদের কানাঘুষা শুনে সব বুঝে গেছে পাখি নদী ঝর্ণার জল,
তাই তো ওরা গান থামিয়ে করুণ চোখে চেয়ে থাকে।
আমি ওসব দেখেও না দেখার ভাণ করে চলে যাই দূর থেকে বহুদূরে।

তারপরও ভালোবাসা বেঁচে থাকে

এই মরা নদীর জলেও কিন্তু একদিন যৌবনের জোয়ার ছিলো
রঙ-বেরঙের পাল তোলা নাও ভেসে বেড়াতো
অপ্রতিরোধ্য ক্ষিপ্রতায় মৌসুমের নিষেধ অমান্য করে।
ছিলো স্বপ্নের বিলাসী বাগান, মন উজাড় করা ঘ্রাণ,
গোলাপের পাঁপড়ির মতো উন্মোচিত হয়ে থাকতো হৃদয়ের দুয়ার
সকাল-সন্ধ্যা, এমনকি নিশিতেও বইতো স্বপ্নের বসন্ত বাতাস।

রেশমি চুলের মতো মসৃণ সময় কেটে যায় প্রমোদতরির মতো হেলেদুলে
আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর ভাবনাহীন আমোদে।
সন্ধ্যার আহবানে গাঙচিল ক্লান্তির ডানায় ভর করে উড়ে গেছে নীড়ে
লাল নীল সবুজ হলুদ পাখিরাও পালিয়ে বাঁচে জরাগ্রস্ত গাছপালায় আচ্ছাদিত
বাগান ছেড়ে।

তারপরও ভালোবাসা বেঁচে থাকে, স্বপ্নরা বেঁচে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে,
চুপিচুপি ফুল ফোটে হলুদ পাতার ফাঁকে
আধমরা ডালের ডগায় ডগায় চাঁদ হাসে লুটোপুটি খায়
অমাবস্যা রাতের বর্ণহীন পাতায়।

একটুখানি স্পর্শ করো

একটুখানি স্পর্শ করো,একটুখানি ছুঁয়ে দেখো আমায়।
দ্বিধাহীন ছুঁয়ে দেখো, আমি কোন পাথর নই,
নই লোহালক্কর বা কুমোরের হাতে গড়া মাটির পুতুল।
আমার হৃদয়ের ভেতর একটা আগুন আছে,
যার উত্তাপে গরম করে নিতে পারো তোমার শীতল শরীর,
পুড়িয়ে দিতে পারো সকল বিষাদ।
চোখের নদীতে ডুবে আছো কত সহস্র বছর ধরে,
এখন একটুখানি স্পর্শ পেতে চাই, পেতে চাই নরম তুলতুলে আদর।
মনে করো না সময় ফুরিয়ে গেছে, এক মুহূর্তের স্পর্শে ভরে যেতে পারে
জীবনের অসমাপ্ত গল্পের শূন্য পাতা।
হয়তো লিখে ফেলতে পারো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, এঁকে ফেলতে পারো
ভ্যানগগের চেয়েও মান উত্তীর্ণ কোন চিত্র।
বিশ্বাস করো আমি কিন্তু এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, তোমার চোখের দ্যুতি
হৃদয়ের আকুল আহবান আমি বুঝতে পারি।
দক্ষ ডুবুরীর মতো তুলে নাও ঝিনুক, আস্তে আস্তে ফাঁক করে দেখো চিকচিক
তোমার গলায় মালা হতে যুগের পর যুগ অপেক্ষা করে আছে, তোমার বুকের
ফর্সা নরম মাংসের ঘ্রাণ পেতে উদগ্রীব হয়ে আছে।
একটুখানি স্পর্শ করো, একটুখানি ছুঁয়ে দেখো আমায়।

গল্পটা অন্যরকম হতে পারতো

তুমি যদি মনস্থির করতে পারতে তাহলে আজকের গল্পটা অন্যরকম হতে পারতো,
ঘুমহীন রাতগুলো স্বপ্নময় হতে পারতো
অসহায় আত্মসমর্পণের গ্লানিবোধ
আমায় তাড়া করে ফিরতো না,
বিবেক দংশনে মেঘাচ্ছন্ন হতো না জোৎস্না প্লাবিত জীবনের কাব্যিক সময়।

সানাইয়ের সুর বেদনাময় না হয়ে বৃষ্টির গান হতে পারতো
নিঃশব্দ রাত্রির গভীর হাহাকারের মাঝেও ভোরের পাখিদের কোলাহলে
ভালোবাসার আঙিনা ভরে উঠতে পারতো।
অথচ তার কিছুই হলো না
দুজনার পথ দুদিকে গেল চলে!
সর্বগ্রাসী সাগর গ্রাস করে নিলো দুজনার স্বপ্নিল আগামীর স্নিগ্ধ সকাল
খড়কুটোর মতো ভেসে গেল সারাজীবনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা
পৃথিবীর বুকে পড়ে রইলো বিরহী সময়ের অব্যক্ত অভিমান।

প্রথম সুরের মধুর সারগাম

এতকাল পর আমি বুঝতে পারছি তোমার চোখের জলটুকুই ছিল খাঁটি
পাশাপাশি ছিল অভিমানী চোখের কিছু
করুণ মিনতি আর অভিনয়ের আস্তরে ঢাকা কষ্টের দেয়াল।

নির্লিপ্ত অলীক বাসনাহীন জীবনের পরতে-পরতে মরুবুকে ফোঁটাতে পারিনি
গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধা,
পাইনি খুঁজে স্বচ্ছজলের নির্মল সরোবর, যেখানে চাষ করে ফুটাব আমার
কাঙ্ক্ষিত নীলপদ্ম।
তুমি কি ফোঁটাতে পেরেছো কোন সুগন্ধি ফুল ?
বাসন্তী দিনে কোকিলের পাগল করা সুর বেজেছে কি কখনো তোমার তানপুরার
তারে?
তাও জানা নেই আমার।
তুমি হয়তো এখনো পথ চলছো ডাকহরকরার হ্যারিকেনের আলো ফেলে,
পথ চলো নির্জীব নিস্তরঙ্গ জীবনের গান গেয়ে ভালোবাসার সোপান ডুবিয়ে জলে
ফলাচ্ছো সোনালী ফসল পোড়া মাটির কর্কশ ক্ষেতে!
এটাই জীবন!

হয়তো ভুলে গেছো সেই নির্মল প্রাণবন্ত সকালের সাইকেলের টুংটাং
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দুপুরের ঘামে ভেজা ক্রুদ্ধ পথে সোনালী পাখির আনাগোনা
বিমর্ষ সন্ধ্যা ঘুমহীন রাতে নক্ষত্রের বুক চিড়ে বেরিয়ে আসা অফুরন্ত স্বপ্নের কথা।
এখন সে পথের সব বদলে গেছে জীবনের প্রয়োজনে মানুষ সব ভুলে গেছে
জীবিকার সংগ্রামী সন্ধানে
আমি সব ভুলে গেলেও শুধু ভুলতে পারি না জীবনের প্রথম সুরের মধুর
সারগাম।